50684 - চয়োরে বসে নামায পড়া সংক্রান্ত মাসায়লে ও বধিবিধান

প্রশ্ন

তারাবীর নামাযে কছিু মুসল্লরি চয়োর প্রয়োজন হয়। আমরা জনেছে যি, চয়োররে পছিনরে পা-গুলো কাতাররে সমান্তরালে রাখা হবে; যদি গোটা নামাযকালীন সময়ে চয়োরে বসে নামায পড়নে। কন্তিু প্রশ্ন হলো নম্নিোক্ত অবস্থাগুলো সম্পর্কে:

১। যে ব্যক্তি কবেল দাঁড়ানোর সময়টুকু চয়োরে বসে?

২। যে ব্যক্তি রুকু, সজেদা কংিবা তাশাহ্হুদরে সময় চয়োরে বসে?

৩। যে ব্যক্তি নামাযরে বক্ষিপ্তি অংশে চয়োরে বসে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

কয়িাম, রুকু ও সজেদা নামাযে রুকন (আবশ্যকীয় কাঠামো)। যে ব্যক্তরি সক্ষমতা আছে তার জন্য শরয়িতরে বর্ণতি কাঠামো অনুযায়ী এগুলো পালন করা ওয়াজবি (আবশ্যকীয়)। আর যে ব্যক্তি রোগরে কারণে কংিবা বয়সরে কারণে অক্ষম সইে ব্যক্তি ভূমতিে কংিবা চয়োরে বসতে পারনে।

আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "তোমেরা নয়িমতিভাবে নামাযরে হফোযত কর। বশিষেতঃ মধ্যবর্তী নামায। আর আল্লাহ্র প্রতি বনিয়াবনত হয়ে দাঁড়াও।"[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৩৮]

ইমরান বনি হুসাইন (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যি, তনিি বলনে: "আমার অর্শ রোগ ছলি। সে প্রসঙ্গে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযরে ব্যাপারে জজ্ঞিসে করছেলিাম। তনিি বললনে: তুমি দাঁড়য়িে নামায পড়বে; যদি দাঁড়াতে না পার তাহলে বসে পড়বে। যদি বসতে না পার তাহলে কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়বে।"[সহহি বুখারী (১০৬৬)]

ইবনে কুদামা আল-মাক্বদসিি বলনে:

"আলমেগণ এই মর্মে ইজমা করছেনে যি, যইে ব্যক্তি দাঁড়াতে পারে না সে বসে নামায পড়বে।"[আল-মুগনী (১/৪৪৩)]

ইমাম নববী বলনে:

“উম্মাহ এই মর্মে ইজমা করছে— যে ব্যক্তি ফরয নামাযে দাঁড়াতে অক্ষম সে বসে নামায পড়বে; তাকে নামায পুনরায় পড়তে হবে না। আমাদের মাযহাবের আলমেগণ বলনে: দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সওয়াব থকেে তার সওয়াব কম হবে না। কনেনা সইে ব্যক্তি ওজরগ্রস্ত। সহহি বুখারীতে সাব্যস্ত হয়ছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: ‘যদি কোন বান্দা অসুস্থ হয় কংিবা সফরে থাকে সে সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় যে আমল করত তার জন্য তাই লখো হবে।” [আল-মাজমু’ গ্রন্থে (৪/২০১)]

শাওকানী বলনে:

“ইমরান (রাঃ) এর হাদসি প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তরি কোন ওজর ঘটছে, যার কারণে সে দাঁড়াতে পারে না; তার জন্য বসে নামায পড়া জায়যে এবং যে ব্যক্তরি এমন কোন ওজর ঘটছে যার কারণে সে বসতে পারে না; তার জন্য কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়া জায়যে।”[নাইলুল আওতার (৩/২৪৩)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা বলনে:

“মুসলমানগণ এই মর্মে একমত যে, যে মুসল্লি নামাযরে কছিু ওয়াজবি আদায় করতে অক্ষম; যমেন- দাঁড়ানো, তলোওয়াত করা, রুকু করা, সজেদা করা, সতর ঢাকা কংিবা ক্ববিলামুখী হওয়া ইত্যাদি তাহলে সে যা করতে অক্ষম সটো তার উপর থকেে মওকুফ হবে।”[মাজমুউল ফাতাওয়া (৮/৪৩৭) থকেে সমাপ্ত]

উপরোক্ত আলোচনার প্রক্ষেতিে যইে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বওে বসে নামায পড়ে তার নামায বাতলি।

দুই:

এ বষিয়ে সতর্ক থাকা বাঞ্চনীয়: যে ব্যক্তি দাঁড়ানো ত্যাগ করার ক্ষত্রেে ওজরগ্রস্ত; তার এই ওজর তার জন্য রুকু-সজেদাকালে চয়োরে বসাকে বধৈ করবে না।

নামাযরে ওয়াজবিসমূহরে ক্ষত্রেে বধিি হলো: মুসল্লি যতটুকু করার সক্ষমতা রাখনে ততটুকু করা তার উপর ওয়াজবি। আর যা করতে অক্ষম ততটুকু তার উপর থকেে মওকুফ হবে।

যে ব্যক্তি দাঁড়াতে অক্ষম তার জন্য দাঁড়ানোর সময় চয়োরে বসা জায়যে হবে; সে রুকু-সজিদা সঠকি কাঠামোতে আদায় করবে। আর যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয়; কন্িতু রুকু-সজেদা দতিে কষ্ট হয়; তাহলে দাঁড়য়িে নামায পড়বে, এরপর রুকু-সজেদাকালে চয়োরে বসবে। এবং সজেদাকালে মাথাকে রুকুর চয়েে বশেি নোয়াবে।

দখেুন: 9307 নং প্রশ্নোত্তর।

ইবনে কুদামা আল-মাক্বদসি বিলনে:

“যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম, রুকু কংিবা সজেদা দতিে অক্ষম: তার জন্য দাঁড়ানো মওকুফ হবে না। সে ব্যক্তি দাঁড়য়িে নামায পড়বে। ইশারাতে রুকু করবে। এরপর বসবে এবং ইশারাতে সজেদা করবে। এটি ইমাম শাফয়েি বলছেনে...। আল্লাহ্ তাআলার এ বাণী: “আর আল্লাহ্র প্রতি বিনয়বনত হয়ে দাঁড়াও”। এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “তুমি দাঁড়য়িে নামায পড়বে”-র প্রক্ষেতিে। তাছাড়া যে ব্যক্তরি দাঁড়ানোর সক্ষমতা আছে তার জন্য এটি রুকন (আবশ্যকীয় কাঠামো)। তাই তলোওয়াতরে মত এটি পালন করা আবশ্যকীয়। অন্য কোনটি পালনে অক্ষম হওয়া এটি মওকুফ হওয়াকে অনবিার্য করে না; যমেনভিাবে কউে যদি তলোওয়াত করতে অক্ষম হয়।”[আল-মুগনী (১/৪৪৪) থকেে সংক্ষপেে সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) বলনে:

যে ব্যক্তি ভূমতিে বসে বা চয়োর বসে নামায পড়ে তার উপর আবশ্যক হলো: তার সজেদাকে রুকুর চয়েে নীচু করা। সুন্নাহ হলো: রুকুর সময় সে তার হাতদ্বয় তার হাঁটুর উপর রাখবে। আর সজেদা অবস্থায় ওয়াজবি হলো: সক্ষম হলে হাতদ্বয় ভূমতিে রাখা। আর সক্ষম না হলে হাতদ্বয় হাঁটুর উপর রাখা। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সাব্যস্ত হয়ছেে যে, তনিি বলনে: “আমাকে আদশে দয়ো হয়ছেে সাতটি হাড্ডরি উপর সজেদা করতে: কপাল, তনিি নাকরে দকিে ইশারা করনে, হাতদ্বয়, হাঁটুদ্বয় এবং পায়রে আঙ্গুলরে উপর।”

যে ব্যক্তি এভাবে করতে অক্ষম হওয়ায় চয়োরে বসে নামায আদায় করে তাতে কোন আপত্তি নইে। দললি হলো আল্লাহ্ তাআলার বাণী: “তোমরা আল্লাহকে সাধ্যানুযায়ী ভয় কর”। এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “আমি যখন তোমাদরেকে কোন আদশে করি তখন তোমরা সাধ্যানুযায়ী সটেি পালন কর।”[সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি][ফাতাওয়া বনি বায (১২/১৪৫, ১৪৬)]

তনি:

চয়োর কাতারে রাখা: আলমেগণ উল্লখে করছেনে যে, যে ব্যক্তি বসে নামায পড়ে তার ক্ষত্রেে ধর্তব্য হলো: তার নতিম্ব কাতাররে সমান্তরালে হওয়া; কাতার থকেে আগে বা পছিে না হওয়া। কনেনা এটাই হলো সইে স্থান যখোনে তার দহে স্থতিশীল হয়।

দখেুন: আসনাল মাতালবি (১/২২২), তুহফাতুল মুহতাজ (২/১৫৭), শারহু মুনতাহাল ইরাদাত (১/২৭৯)।

আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়িযাতে (৬/২১) এসছেে:

“ইক্বতদিা শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো (অর্থাৎ ইমামরে পছেনে মোক্তাদরি ইক্বতদিা): মোক্তাদি দাঁড়ানোর ক্ষত্রেে ইমামরে অগ্রবর্তী না হওয়া; এটি জমহুর ফকিাহবদি (হানাফি, শাফয়েি ও হাম্বলি) এর অভমিত।

অগ্রবর্তী হওয়া বা না-হওয়ার ক্ষত্রেে ধর্তব্য হলো: দণ্ডায়মান ব্যক্তরি পায়রে গোড়ালি; আর তা হলো পায়রে পাতার পশ্চাদ্ভাগ; টাকনু নয়। যদি পায়রে গোড়ালি সমান্তরালে হয়; কন্তিু মোক্তাদরি আঙ্গুল লম্বা হওয়ায় সামনে চলে যায়; এতে অসুবধিা নইে...। আর উপবষ্টিরে ক্ষত্রেে ধর্তব্য হলো নতিম্ব। আর শয়নরত ব্যক্তরি ক্ষত্রেে তার পার্শ্বদশে।”[সমাপ্ত]

তাই মুসল্লি যদি নামাযরে শুরু থকেে শষে পর্যন্ত চয়োরে বসে নামায পড়নে তাহলে তনিি তার বসার স্থানকে কাতাররে সমান্তরাল করবনে।

যদি তনিি দাঁড়য়িে নামায পড়নে; কন্তিু রুকু ও সজেদাকালে বসনে; এ সম্পর্কে আমরা ফাযলিাতুশ শাইখ আব্দুর রহমান আল-বার্রাককে জজ্ঞিসে করছে: তনিি বলনে: ধর্তব্য হবে দাঁড়ানো অবস্থা। অতএব, সইে ব্যক্তি দাঁড়ানো অবস্থাকে কাতাররে সমান্তরাল করবনে। এই অভমিতরে ভত্তিতিে তখন চয়োর কাতাররে পছেনে থাকব। তবে এমন স্থানে হওয়া উচতি যাতে করে পছেনরে মুসল্লরিা কষ্ট না পায়।

আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।